নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৩-১১-২০২০ (পৃঃ ১১)

সুগন্ধি ব্রিধান- ৯০ চাষে বাম্পার ফলন

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা ॥ খুলনা উপকূলীয় এলাকায় চলতি আমন মৌসুমে প্রথমবারের মতো মাঠে কৃষক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ হয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রিধান-৯০। বটিয়াঘাটা উপজেলা গুপ্তমারি গ্রামের কৃষক রণজিত রায় প্রথম এ ধানের চাষ এবার করেন। মাত্র তিন কাঠা জমিতে চাষ করা এই উচ্চফলনশীল আধুনিক জাতের সুগন্ধি ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। চিকন দানার এই সুগন্ধি ধানের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫ টন হওয়ায় এলাকায় কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এ ধানের চাল রফতানিযোগ্য ও আগাম আমন চাষে নতুন সম্ভাবনা বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বটিয়াঘাটা উপজেলার দাউনিয়াফাদ গ্রামে চাষ হওয়া ব্রিধান-৯০ সম্পর্কে খুব কম লোকে জানে। গুপ্তমারি গ্রামের কৃষক রণজিত রায়কে ব্রি থেকে বীজ সংগ্রহ করে দেন একজন শৌখিন ধান চাষী। ধান পাকার পর ফলন দেখে অনেকেরই এই ধান চাষে আগ্রহ বেড়েছে। রণজিত রায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'মাত্র ৩ কাঠা জমিতে সুগন্ধি চিকন ধানের এত ভাল ফলন পাওয়া যাবে তা ভাবতেই পারিনি। এলাকার অনেকেই বীজ চেয়েছেন। প্রতি কেজি বীজ ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা দর চেয়েও আগ্রহী চাষী নিচ্ছেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজনই নিয়েছেন ২ মণ বীজ। তিনি আগামী বছর ৩ একর জমিতে এ ধান চাষ করতে চান বলে জানিয়েছেন।

এলাকার কৃষকেরা জানায়, বটিয়াঘাটা এলাকায় সাধারণত স্থানীয় জাতের আমন ধান অনেক নাবিতে পাকায় নতুন কোন ফসল চাষ করা যায় না। ফলে এলাকার বেশিরভাগ জমিই এক ফসলি। বছরের বাকি সময়ে জমি ফাঁকা পড়ে থাকে। ব্রিধান-৯০ একদিকে মাত্র চার মাসের মধ্যেই পাকে এবং ফলনও বেশি হয়। স্থানীয় রানী স্যালট, জটাই, হরকোচ, ভাটেল ধানের হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ উৎপাদন সাড়ে তিন থেকে চার টন। সেখানে ব্রিধান-৯০ ৫ টন পর্যন্ত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। নতুন সুগন্ধি জাতের ধানের আশানুরূপ ফলন পাওয়ায় এ ধানের চাষ নিয়ে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। যেসব জমি মাঝারি উঁচু এবং উঁচু সেখানে এ ধান চাষ করে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময়ে ধান কেটে ঘরে নেয়ার পর ওই জমিতেই রবিশস্য চাষ বিশেষ করে সরিষা, আলু, শাক-সবজি চাষ করা সম্ভব হবে।

স্থানীয় একাধিক কৃষক-কৃষাণী বলেন, ধানের এমন ভাল ফলন আগে কখনও তারা দেখেননি। এই এলাকার আমন ধান কাটা হয় সাধারণত পৌষ মাসে। তার ২ মাস আগে এই ধান পেকেছে এটা দেখে খুব ভাল লাগছে। এলাকার কেউ কেউ এ ধানের নাম দিয়েছেন 'মুসরি দানা'। কেউ বলছেন বেগুন বিচি। আবার কেউ নাম দিয়েছেন স্বর্ণালী ভোগ। মুক্তার মতো ছড়ায় গাঁথা ধানের চালের ভাত খেতে সুস্বাদু এবং তাতে সুগন্ধ থাকায় পোলাওসহ বিভিন্ন উৎসবে রান্নার উপযোগী। এ ধানের চাল বিদেশে রফতানিযোগ্য বলছেন ব্রির বিজ্ঞানীরা।